আটলান্টিক শহরে বঙ্গ-সম্মেলন

- শুভা কোকুবো চক্রবর্তী

২০০৯-এর জুলাই মাস । দিনটা ছিল যতদূর মনে পড়ে মঙ্গলবার। রাত তখন প্রায় ২টো। ফোনটা ঝন্‌ঝনিয়ে বেজে ওঠে। প্রায় লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নেমে এসে ছোঁ মেরে রিসিভারটা কানে দি। মাকে অকালে হারাবার পর, সারাক্ষণই বাবুর জন্য মনটা ছট্‌ফট করতে থাকে। এত রাতের ফোনে দর্ দর্ করে ঘামতে থাকি।

-- হ্যালো, শুভা কথা বলছেন ?

-- বলছি।

-- আমি নিউজার্সি থেকে কল্লোলের সম্পাদক কথা বলছি।

উফ্ , স্বস্তি পাই, কোলকাতার ফোন নয়।

-- হ্যাঁ বলুন, অনেক দিন পর। কেমন আছেন ?

-- এখানে সব ঠিকঠাক। আশাকরি আপনারাও সবাই ভাল ওখানে।

আমার ঈষৎ ভারী গলাটা শুনে কিছু বুঝলেন হয়তো।

-- এখন আপনার ওখানে কটা বাজে ?

-- রাত ২টো।

-- ইস্ আমি সময়টাকে ঠিকভাবে ক্যালকুলেট করতে পারিনি। ভেরি স্যরি।

-- না না ঠিক আছে।

-- আসলে একটা জরুরি দরকারে ফোন করছি।

-- বলুন।

-- ২০১০-এ নিউজার্সিতে বঙ্গসম্মেলন হচ্ছে। আর কল্লোল তার উদ্যোক্তা। আমরা আপনার ট্রুপকে আমাদের মধ্যে পেতে চাই আগামীবছর।

ওনার সাথে আমার আলাপ ২০০৭-এ। ২৭তম বঙ্গসম্মেলনে, ডেট্রয়েটে। NABC বা North American Bengali Conference-এর ২৭ বছরের ইতিহাসে ভারত ছাড়া বিদেশ থেকে আমরা অর্থাৎ বিদেশী একটা গ্রুপ অংশ নিয়েছিল প্রথম সেবার। দুটো শো করে প্রায় ছয় হাজার দর্শকের অসংখ্য ভালবাসা আর প্রশংসা (এটা বলতে লজ্জা করছে যদিও) কুড়িয়ে ফিরে এসেছিলাম আমরা। তারপর থেকেই এই ভদ্রলোকের সঙ্গে ই-মেলে শুভেচ্ছা বিনিময় চলে নববর্ষ, শারদীয়া, বিজয়া ইত্যাদি বিভিন্ন উপলক্ষে।

-- আগামী বছর ৩০তম বঙ্গসম্মেলন হবে নিউজার্সির আটলান্টিক শহরে। জুলাইয়ের ৯, ১০, ১১ -- এই তিন দিনের মধ্যে আপনাদের অনুষ্ঠান থাকবে দু দিন। আপনি মিনিমাম কতজন মেম্বার নিয়ে বিদেশে ট্র্যাভেল করেন ?

-- আপনার আমন্ত্রণে ভীষণ খুশী লাগছে। আপনারা কি ধরণের অনুষ্ঠান চাইছেন, তার ওপর নির্ভর করবে আমি কতজনের ট্রুপ নিয়ে যাব।

-- আমাদের তিন দিনের মধ্যে দ্বিতীয় দিন আপনাদের একটা শো থাকবে। আর আমাদের খুব ইচ্ছে শেষদিন ক্লোজিং সেরিমোনিটা যদি আপনারা করেন।

-- ঠিক আছে, আমাকে একটু সময় দিন, আমি দু/তিন দিনের মধ্যেই আপনাকে জানাচ্ছি।

পরস্পরের শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ফোনালাপ শেষ হয় সেই রাতে।

পরদিন প্রথম ফোন করি কোলকাতায় বাবুকে। জানাই সব কথা। খুব খুশি হন বাবু। উৎসাহ দেন। চট্‌জলদি একটা মিটিং ডাকি। আলোচনা করে ঠিক হয় ১১ জনের টিম অংশ নেব বঙ্গ সম্মেলনে। নতুন মিউজিকে নতুন কম্পোজিশন শুরু করি। রিহার্সাল শুরু হয়।

২০০৯-এর আগষ্ট থেকে ক্লাস ছাড়াও প্রতি শনি কিম্বা রবিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা অবধি চলে রিহার্সাল, এবং সবাইকে জানাই যে সামনের বছর থেকে শনি অথবা রবি নয়, প্রতি সপ্তাহের শনি এবং রবি কোরেই কম্বাইন্ড রিহার্সাল থাকবে। মেয়েগুলো অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বুঝতে পারে। তাই তাদের কাছ থেকে কোনও অসম্মতির উত্তর আসেনা আমার কানে।

এবার আমার ফোন করার পালা।

-- হ্যালো, শুভা কথা বলছি।

-- হ্যাঁ বলুন, কি ঠিক করলেন ?

-- আমরা ১১ জনের টিম যাব।

-- খুব খুশি হলাম শুভা। এয়ার-টিকিট ইত্যাদির কি খরচ পড়বে জানাবেন। তাড়া নেই, জানিয়ে রাখলাম।

প্রবাসীদের মনের কথা বুঝতে পারি আমি, হয়তো নিজেও বহু বছর দেশ ছাড়া বলেই। নিজের দেশ নিয়ে সেন্টিমেন্ট, নস্টালজিয়া একটু বেশীই আছে আমার। সেসব মাথায় রেখেই নতুন নতুন ভাবনাকে অবলম্বন কোরে নাচ তৈরি হতে থাকে। তবে জাপানিস গ্রুপ যাচ্ছে, জাপানী নাচ থাকবে না ? সেটাও মাথায় রাখতে হয়। ওকিনাওয়া আর হোক্কাইডোর দুটো সুর-কে নিয়ে উদয়শংকর নৃত্যঘরানায় নাচ তৈরি হয়।

কাজ চলতে থাকে হু হু করে। প্রতিদিন ফোনের মাধ্যমে বাবুকে বিবৃতি দিয়ে যাই। বাবু চাকরীর সঙ্গে সঙ্গেই "নাট্যলোক" নামের এক নাটকের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বহু বছর। তাই বাবুর কাছে অনেক উপদেশও পাই আমি। মমদিকেও (মমতাশংকর) দেখেছি নতুন কোন প্রোডাক্‌শন স্টেজে উপস্থাপিত হলেই বাবুকে আমন্ত্রণ জানাতেন। অনুষ্ঠান দেখে ভালো-খারাপ একটা কাগজে লিখে মমদিকে জানাতেন বাবু।

কোলকাতায় যাব যাব করেও সময় করে উঠতে পারি না। ছট্‌ফট্ করতে থাকি। বাবু ওপাশ থেকে সান্ত্বনা দেন, এত বড় একটা কাজে হাত দিয়েছ, দৌড়োদৌড়ি কোরে কোলকাতায় এক্ষুনি আসতে হবে না। হেসে বলেন, এই তো স্কাইপে আমিও তোমাকে দেখতে পাচ্ছি, আর তুমিও আমাকে। কোন তাড়া নেই। আমি ঠিক আছি। বয়েস হচ্ছে, শরীরে একটু-আধটু অসুবিধে তো থাকবেই। এমন কিছু চিন্তার নেই। আবার কিছুটা আশ্বস্ত হই আমি।

এইভাবেই দিন কাটতে থাকে।

এই বছরের প্রথমেই আবার এক দমকা ঝড় ওঠে। বাবু-ও আমাদের ছেড়ে চলে যান মায়ের কাছে। বিধ্বস্ত হয়ে ফিরে আসি এদেশে।

বঙ্গ সম্মেলনের ব্যস্ততা বাঁচিয়ে রাখে আমাকে। মনকে

বোঝাই, বাবু জেনে গেছেন আমি ট্রুপ নিয়ে যাচ্ছি এবার। অনুষ্ঠান ভাল করতেই হবে। মা-বাবু ঠিক আমার সঙ্গে আমার পাশে পাশেই আছেন সবসময়।

আমাদের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানের নাম নৃত্যাঞ্জলি। এতে থাকবে বিভিন্ন স্বাদের ছয়টা নাচ। তার মধ্যে দুটোর কথা আগেই বলেছি। সবগুলোর কথা বলতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে এই লেখা। এখানে আরেকটা কথাও জানিয়ে রাখি। বঙ্গ সম্মেলন বাঙালীর সম্মেলন। তাই এখানে নাচের আগে যে announcement থাকবে, সেটাও বাংলাতে। জাপানে অনুষ্ঠান করতে জাপানী স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করি জাপানী দর্শকের জন্য। কখনও ইন্টারন্যাশন্যাল কোনও অনুষ্ঠানে জাপানী ভাষার সঙ্গে ইংরেজীটাও যুক্ত হয়। কিন্তু এবারে তো বাংলা। বাংলা ভাষায় বক্ বক্ করতে দিলে আমাকে নাকি কেউ হারাতে পারবে না, আমার বাবু-মা সবসময় বলতেন। কিন্তু এতো তা নয়। স্টেজ অন্ধকার -- ব্যাক স্টেজ থেকে দর্শকদের কানে ভেসে আসবে annoncement, উৎসাহিত করবে তাদের, আগ্রহ বাড়তে থাকবে কেমন সেই নাচ। আর আমরা তার মধ্যে স্টেজে stand by হবো।

ক্লাস, রিহার্সাল, সংসার -- সব কিছুর পাশাপাশি চলতে থাকে সব থেকে কঠিন কাজ -- announcementএর জন্য স্ক্রিপ্ট লেখা।

দেখতে দেখতে যাবার দিনটাও এসে যায়। পৌঁছে যাই নিউইয়োর্ক এয়ারপোর্টে। বাসে ৩ ঘন্টার পথ পেরিয়ে আটলান্টিক শহরে। সব গুণীজনেরা এক হোটেলে। একসঙ্গে সকাল, দুপুর, রাতে খাওয়া-দাওয়া। টেবিলে টেবিলে আড্ডা-গল্প। আমার জন্য এই সময়গুলো ভীষণ মূল্যবান। কখনও ইন্দ্রানীদির (ইন্দ্রানী সেন) সঙ্গে গল্প করছি, আবার কখনও মনোময়। বিক্রম ঘোষের সঙ্গে আগেই আলাপ আছে। ওনার কিছু সুরে আমাদের কিছু নতুন নাচও আছে এবার। এক সময় ছুটে এলেন এক মহিলা, "আপনিই শুভা ? ওয়েবসাইটে আপনাকে দেখেছি।" ওনার সঙ্গে ওদিকের টেবিলে যেতেই ঝট্ কোরে উঠে দাঁড়ায় ছোট্ট অন্বেষা। "সা-রে-গা-মা-পা"র অন্বেষা। ইনি অন্বেষার মা। আমি একটু অস্বস্তিতে পড়ি, আহা উঠে দাঁড়ালে কেন ? বসে কথা বলো। কিছুতেই বসলো না সেই মেয়ে। ভাবলাম ছোটবেলা থেকেই বাবা-মার ট্রেনিং চলছে। প্রাণবন্ত ছেলে অনীক ধর। ওর এক বৌদি আবার আমার ছাত্রী ছিল কোলকাতায়। নিজে থেকেই আলাপ করে "তুমি কি জয়ীতাকে চেনো ? ও আমার বৌদি হয়।" বাউল জগতর উৎপল ফকির আর সহজ মা। গল্পে-গল্পে বেরিয়ে যায় কোলকাতায় আমরা একই পাড়ায় থাকি। অন্যদিকে সাহিত্যিক সুনীল গাঙ্গুলী, সমরেশ মজুমদার, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, নবকুমার বসু (উনি সম্পর্কে আমার পিসামশাই হন।)

পঙ্কজ সাহাকে মনে আছে ? কোলকাতা দূরদর্শনের প্রাক্তন পরিচালক পঙ্কজ সাহা ! ছোটবেলায় ওনাকে টিভিতে অনেক দেখেছি, ওনার পাঠ শুনেছি। আমি জাপান থেকে ট্রুপ নিয়ে এসেছি শুনে আজুমা সেন্‌সেইয়ের খোঁজখবর নিলেন। আর এই বঙ্গ সম্মেলনে যাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক হওয়ার পর থেকে যিনি আমাকে বিভিন্ন ব্যাপারে (মিউজিক, আলো, স্টেজ) সাহায্য করছেন, তিনি অভিনেতা চন্দন সেন। নাম আগেই জানতাম, রূপালী পর্দাতেও দেখেছি। কিন্তু সরাসরি আলাপ হয় ২০০৭-এ, ডেট্রয়েটে। এত বড় সব গুণীজনের মাঝে নিজে থাকতে পেরে ভাগ্যকে অস্বীকার করতে পারি না। ৯ তারিখ সন্ধ্যে ৬টায় শঙ্খধ্বনি আর ভারত-বাংলাদেশ-আমেরিকা-কানাডার জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে সূচনা হয় বঙ্গসম্মেলনের -- প্রায় সাত হাজার দর্শকের সমাগমে।

১০ তারিখ আমাদের প্রথম অনুষ্ঠান। আমাদের আগে ইন্দ্রানী সেন। পর পর পাঁচটা নাচ হয়ে গেল। শেষ নিবেদনের জন্য তৈরি হতে থাকি।

"আজও এই একবিংশ শতকেও পৃথিবীর আনাচে-কানাচে চলে খুনোখুনি, রক্তারক্তি। হিরোশিমা-নাগাসাকি আজও তৈরি হয় দেশে দেশে। মানুষ নামের মুখোশের নীচে থাকে হিংস্র পিশাচের চাউনি। শিকার হয় অসহায় শিশু। এই শিশুরাই বড় হয়ে কেউ নাম লেখায় টেরোরিস্টের দলে। ধর্মের লড়াই, জাতির লড়াই, ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই। কেউবা নেশার কবলে পড়ে প্রাণ হারায় অকালে। মায়ের কোল শূন্য হয়। মা যশোদা বলেন, "কৃষ্ণানি বেগানে বারো।" অর্থাৎ বাছা কৃষ্ণ, ফিরে আয় বাবা। ধর্মের পার্থক্যে কেউ বলে হে রাম, কেউ বলে হে খ্রীষ্ট, কেউ বলে হে আল্লা, তুমি যে-ই হও, আমাদের উদ্ধার করো, আমরা তোমার সন্তান -- একমাত্র তোমার ওপরেই আমাদের অগাধ বিশ্বাস। এই পৃথিবীকে সুস্থ-সুন্দর করতে পথ দেখাও আমাদের। আমাদের শেষ নিবেদন The Child ."

ঋতুপর্ণার গলায় যেন যাদু আছে। স্পষ্ট উচ্চারণ, দর্শকরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন শেষ নিবেদন দেখার জন্য। Colonial Cousinsএর একটা গান বেছে নিয়েছিলাম এই নাচটার জন্য। ছয় মিনিটের এই নিবেদন স্টেজের ওপরেই শেষ হয়। আলো ফেইড-আউট হয়। হাততালির সঙ্গে সঙ্গে কানে আসে Bravo, Wonderful, দারুণ ইত্যাদি ছোট ছোট কিছু শব্দ। গলাটা ধরে আসে।

চোখভর্তি জল নিয়ে অনেক দর্শক দেখা কোরে যান গ্রীনরুমে এসে। জড়িয়ে ধরেন আমাকে। এই সব মুহূর্তগুলোতে কেমন কোনও কথার দরকার হয় না। পোষাক ছেড়ে হলের বাইরে বেরিয়ে আসতেই জনে জনে এসে বলে যায় তাদের ভাল লাগার কথা। আগামীকাল ক্লোজিং দেখার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম -- জানিয়ে যায় অনেকে। আনন্দ হয় খুব, কিন্তু ভেসে যেতে পারি না। এখনও আরেকটা বড় কাজ বাকি যে ! আগামীকাল ক্লোজিং সেরিমোনি।

ক্লোজিং সেরিমোনির জন্য একটা ছোট স্ক্রিপ্ট লিখেছিলাম। নাম – "কোরাপ্‌শন"। ভারত এবং জাপান এই দুই দেশকে নিয়েই এই স্ক্রিপ্ট। উদ্দেশ্য ভারত-জাপান মৈত্রী-বন্ধন। কোলকাতায় স্টুডিও নিয়ে তার জন্য রেকর্ডিং করিয়েছিলাম। ১১ তারিখ সকালবেলায় হোটেলের ঘরেই একটা রিহার্সাল দিয়ে নি। এদিন আমাদের আগে অনীকের গান। সুন্দর একটা রেশ রেখে যায় স্টেজে আমাদের জন্য। শুরু হয় কোরাপ্‌শন।

তিরিশ মিনিটের টানা অনুষ্ঠান মনে হয় তিন মিনিটে শেষ হতে চলেছে। একদম শেষে আমরা ১১ জন ভারত এবং জাপানের পতাকা হাতে নিয়ে স্টেজের ওপরেই এগোতে থাকি সামনের দিকে। আলো এবং মিউজিক ফেইড-আউট হয়। গ্রীনরুম থেকে পোষাক পাল্টে হলের ভেতর ঢুকতেই হাততালি দিয়ে ওঠে দর্শকেরা। উফ্ কী অনুভূতি ! আজ হল থেকে বেরিয়েই প্রথমে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বলি "ওৎসুকারেসামাদেশিতা" , অর্থাৎ তোমাদের এতদিনের এই কঠিন পরিশ্রমের জন্যই এই সাফল্য। ধন্যবাদ সবাইকে। পা চালিয়ে Convention Center-এর বাইরে এসে দাঁড়াই, তাকাই আকাশের দিকে। খুঁজি মা-বাবুকে। জোড় হাত বুকের কাছে ধরি।

পরিদিন ভোরবেলা থেকেই ব্যস্ততা। ফিরতে হবে। লাগেজ উঠিয়ে কল্লোল গোষ্ঠির সবাইকে বিদায় জানিয়ে আমরাও উঠে পড়ি বাসে। ফিরে আসি এদেশে।

এই জীবনখাতার পাতায় আপনা আপনিই জুড়ে যায় আরেকটা নতুন অধ্যায়। ❑